

নষ্ট ছেলের নষ্টা মা

[www.joubonerkotha.blogspot.com](http://www.joubonerkotha.blogspot.com)

JOUBONER  
KOTHA

Signed by = JOUBONER KOTHA

N = JOUBONER KOTHA

[www.joubonerkotha.blogspot.com](http://www.joubonerkotha.blogspot.com)

Email= [joubonerkotha@gmail.com](mailto:joubonerkotha@gmail.com)

Copyrights by = joubonerkotha

নষ্ট ছেলের নষ্টা মা

Email: [joubonerkotha@gmail.com](mailto:joubonerkotha@gmail.com)

আপনার সংগ্রহে চোদাচুদির গল্প থাকলে পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়  
[joubonerkotha@gmail.com](mailto:joubonerkotha@gmail.com)

মিসেস খান বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। তার ছেলে রাতুল তার পাশে বসে আছে। শুধু বসে আছে বললে ভুল হবে। রাতুল তার মায়ের বুকে পেটে হাত বুলাচ্ছে। মিসেস খান ধাক্কা দিয়ে রাতুলের হাত সরিয়ে দিলেন।

- “আজ সারাদিনে সাত বার চোদার পরেও তোর সাধ মিটছে না.....? এ পর্যন্ত আমার না হলেও পনেরবার গুদের জল বের হয়েছে..... আমার বুঝি ক্লান্তি বলে কিছু নেই.....?”

- “এবারই শেষ..... আজ আর তোমাকে বিরক্ত করব না..... প্লিজ মা দাও না.....”

- “উফফ..... তোকে নিয়ে আর পারি না.....”

মিসেস খান তার রাউজ ব্রা খুলে অঙ্গরীতুল্য দুধযুগল উন্মুক্ত করলেন। সাথে সাথে রাতুল ঝাপিয়ে পড়ল সেই দুধগলের উপর। আর সময়ের সমানুপাতিক হাড়ে পক পক করে টিপতে লাগল।

নিদারূণ স্বর্গীয় সুখে মিসেস খান আহ! আহ! করতে লাগলেন। দাত দিয়ে ঠোট কামড়ে আর মুদিত নয়নে সেই সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। রাতুলের ঠোটে নিজের ঠোট লাগিয়ে চুষতে লাগলেন। ওদিকে রাতুল তার দুই দুধ পালাক্রমে চুষতে ও টিপতে লাগল। কখনও কখনও দুধের বোঁটায় হাক্কা কামড় বসাতে লাগলো।

মিসেস খান এর শরীর গরম হতে শুরু করেছে। তিনি হাত বাড়িয়ে রাতুলের সদ্য ঠাটিয়ে ওঠা আট ইঞ্চি বাড়া নিয়ে খেঁচতে লাগলেন।

- “আরও জোরে..... আরও জোরে চোষ বাবা..... চুষে চুষে দুধ শুকিয়ে ফেল.....”

মিসেস খান পাগলের মতো রাতুলকে চুমু খেতে লাগলেন। রাতুলও প্রবলভাবে মায়ের দুধ টিপতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর রাতুল দুধ থেকে হাত সরালো।

- “মা..... আমার নুনুটা একটু চুষে দাও না.....?”

- “এই হারামজাদা..... কতবার না বলেছি একে নুনু বলবি না।”

- “স্যরি মা..... ভুল হয়ে গেছে..... আমার বাড়াটা একটু চুষে দাও..... প্লিজ.....”

- “এদিকে আয় দিচ্ছি..... তবে খবরদার মুখে ফ্যাদা ফেলবিনা কিন্তু..... না চুদে ফ্যাদা ঢাললে তোর খবর আছে।”

- “ঠিক আছে.....”

মিসেস খান রাতুলের আট ইঞ্চি বাড়ি পুরোটা মুখে নিয়ে চুষতে লাগলেন। রাতুলও আস্তে আস্তে ঠাপ মায়ের মুখে দিতে লাগল। কয়েক মিনিট বাড়ি চুষিয়ে সায়া খুলে মায়ের গুদ আয়েস করে চুষতে লাগল। আরামে শীত্কার দিয়ে উঠল তার মা। সে সেদিকে দ্রক্ষপ না করে রাতুল গুদ চুষতে লাগল।

প্রতিবার যখন রাতুল তার মায়ের গুদ চুষে তখন মনে মনে ভাবে, এইটুকুন ফুটো দিয়ে সে একদিন এই পৃথিবীতে এসেছিল। এই পৃথিবীর আলো দেখেছিল। আর আজ সেই ফুটোতে তার বাড়ি নিয়মিত ঢুকায়। কজন মানুষের এমন সৌভাগ্য হয়। সে তার নিজের সৌভাগ্যে নিজেই গর্বিত। তার যে এতবড় সৌভাগ্য কোনদিন হবে সে তা কখনও ভাবে নি। অবশ্য তার এই সৌভাগ্যে জন্য সে যতটানা ভাগ্য বিধাতাকে ধন্যবাদ জানায় তার চেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানায় তার জন্মদাতা পিতাকে। যে কিনা তার জন্মের কয়েকবছর পর চাকরীর সুবাদে ইউ.এস.এ. চলে গিয়েছিল।

রাতুলের বাবা আমেরিকার একটা প্রাইভেট কোম্পানীর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ২ বছর পর পর আসেন তার বাবা। মাস দুয়েক থেকে আবার চলে যান। কিন্তু তার মা অসাধারণ সেক্সী মহিলা। তার সেই দুই মাসের চোদনলীলায় কাজ হয়? তাও দুবছর অভুক্ত থেকে। তাই তো সে তার বাবার অবর্তমানে সে নিজেই সেই গুরু দ্বায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে মাকে চুদে যাচ্ছে।

অবশ্য মিসেস খান যে শুধু তার ছেলের চোদনই খান তা কিন্তু নয়। ছেলের আগে তার নিজের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাসুরপো, ননদের ছেলে, ছোট ভাই, দেবরসহ আর অনেকেই তাকে চুদেছে। আর চুদবেই বা না কেন। মিসেস খান যেমন দেখতে অসাধারণ রূপবতী, তেমনি তার ফিগার। তিনি সবসময় হাতাকাটা, পাতলা ব্লাইজ পড়েন। সেই ব্লাইজের ভিতর দিয়ে তার ব্রা আর স্তনের খাজ পরিষ্কার দেখা যায়। যা দেখে ১০ বছরের বালক থেকে ৮০ বছরের বুড়ো সবার মাথা খারাপ হয়ে যায়। বাড়ি ঠাটিয়ে বাশ হয়ে যায়। মিসেস খান অবশ্য সবসময় টিনএজার থেকে যুবক ছেলেদের দিয়ে চোদাতে পছন্দ করেন। কারন অল্প বয়সী ছেলেদের উদ্দামতা তার ভালো লাগে। তাদের রান্ধুসে ভাব তিনি পছন্দ করেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় আজ তার ছেলে তার সমস্ত যৌবনসুধা নিরবে পান করে যাচ্ছে। তার একমাত্র ছেলে আজ তার সমস্ত যৌবনের একচ্ছত্র অধিপতি। আর এসব সম্ভব হয়েছে তার বাবা দেশে না থাকার কারনে। আর তার মিসেস খানের অস্বাভাবিক চোদনক্ষুধা থাকার কারণে। হঠাৎ মিসেস খান মুখ থেকে বাড়ি বের করে দিলো।

- “কি হল বাবা.....? এবার গুদে বাড়া ঢুকা..... কতক্ষণ ধরে চুষবি.....?  
আমার গুদে রস চলে আসবে যে.....”

- “এই তো মা ঢুকাছি.....”

রাতুল তার বিশাল বাড়াখানা মায়ের গুদে সেট করল। তারপর দিল এক ঠাপ। মিসেস খান ককিয়ে উঠলেন। তিনি এতবার তার ছেলের বাড়া গুদে নিয়েছেন তারপরও প্রতিবারই যেন মনে হয়ে নতুন কোন বাড়া তার গুদে ঢুকল। তিনি আরামে চোখ বন্ধ করে কৌঁকাতে লাগলেন।

- “আহ্হহ্হ..... আহ্হহ্হ..... চোদ বাবা..... চোদ..... মাকে ভালো করে  
চোদ..... আহ্হহ্হ..... ওহ্হহ্হ..... উম্মম্ম..... মাকে চুদে আরাম দে  
বাপ.....”

রাতুল ক্রমাগত ঠাপ মারতে শুরু করলো। সেও আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে ইহজগতে আছে। মনে হচ্ছে সে কোন সপ্ত আসমানে ভাসছে। আর ভাসতে ভাসতে কোন স্বর্গীয় অঙ্গুরীকে চুদছে। সে তার মাকে চুদে সে একধরনের স্বর্গীয় আনন্দ পায়। তার মাও ঠিক একই রকম আনন্দ পায় নিজের ছেলের চোদন খেয়ে।

প্রায় বিশমিনিট বিরতিহীন ঠাপের পর ঠাপ খাওয়ার পর মিসেস খানের চোখ মুখ উলটে গেলো। রাতুলকে জাপটে ধরে সিঁটিয়ে উঠলেন।

- “রাতুল..... আমার বেরুচ্ছেরে..... ধর..... ধর.....”

মিসেস খান বরবর করে গুদের রস বের করে দিলেন। রাতুলের বাড়া তার মায়ের গুদের রসে গোসল করল। আরও পাচ মিনিট চোদার রাতুলও কঁকিয়ে উঠলো।

- “নাও মা..... আমারও বেরুলো..... নাও.....”

রাতুল এক গাদা ফ্যাদা গুদস্থ করে তার মায়ের বুকের উপর শুয়ে পড়ল। কান্তিহীন পরিশ্রমের পর দুজনেই নেতিয়ে গেছে। তাই রাতুল তার মার উপর শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল পুরোনো দিনের কথা। কিভাবে সে তার মাকে প্রথম চুদেছিল।

অনেক দিন আগের কথা। তার মনে আছে, তার বয়স তখন চার কি পাচ তখন তার বড়চাচার ছেলে মৃদুল তখন তাদের বাসায় থাকত। এস.এস.সি. পরীক্ষার কারণে মৃদুল এখানে এসে পড়াশুনা করত। কারন রাতুলদের বাসা থেকে পরীক্ষার সেন্টার খুব বেশী দূরে ছিল না। আসাযাওয়ার সুবিধার কারণে এই ব্যবস্থা। প্রায়ই হয় মাস ছিল সে এখানে। এই ছমাসে সে তার চাচী (মিসেস খান) কে আয়েশ করে চুদেছে।

তখন রাতুল ছোট ছিল খুব বেশি কিছু বুঝত না। এরপর সে যখন আস্তে আস্তে বড় হতে হতে তার বড় মামার ছেলে শিপন, ছোটমামার ছেলে বিদ্যুৎ, ছোট খালার ছেলে জিতু, বড়খালার ছোট ছেলে প্রিন্স, মেঝে চাচার ছেলে রাজিব, ছোট ফুপুর ছেলে নাদিম, ছোটমামা কায়স, ছোট চাচা নাজ্জাম সহ অনেকের সাথে সে তার মাকে চোদাচুদি করতে দেখেছে। আর এভাবে সেও চুদোচুদির ব্যাপারে মোটামুটি প্রথমিক জ্ঞান ধারণ করে।

রাতুল প্রথম তার মাকে চোদার সুযোগ পায় যখন তার বয়স ১২। তার মা'ই তার চোদনগুরু। সেক্সি মা আর সে পরিবারে জন্ম হবার কারণে অল্পবয়স থেকেই তার বাড়ার আকৃতি অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। প্রথম যেদিন সে তার মা-কে চোদে সে ঘটনা সে কখনও ভুলবে না।

সেদিন রাতুল শুয়ে আছে তার রুমে। গতরাতে সে তার ছোটমামার সাথে তার মাকে চোদাচুদি করতে দেখেছে। মামা সকালে চলে যাবার পর থেকে তার কেমন কেমন যেন লাগছিল। অবশ্য যখনই সে তার মাকে কারও সাথে চোদাচুদি করতে দেখে তখনই তার এরকম লাগে। তার বাড়ী সবসময় দাড়িয়ে থাকে। কয়েকদিন পর অবশ্য ঠিক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সে বাথরুমে গিয়ে খেচার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

গত রাতের কথা মনে আসতেই তার বাড়ীখানা দাড়িয়ে গেছে লৌহ দন্ডের মত। সে শুয়ে শুয়ে ভাবছে। হঠাৎ তার মা আসে তার রুমে। এসেই সোজা তার ছেলের খাড়া বাড়ার দিকে নজর পড়ে। আর তাতেই চমকে যান তিনি। তার ছেলের এত বড় বাড়ী হয়ে গেছে তা এতকাল খেয়ালই করেননি। তিনি আস্তে আস্তে রাতুলের কাছে যান। রাতুল প্রথমে খেয়াল করেনি। খেয়াল হয় যখন তার অস্পৃশ্য বাড়ায় তার মায়ের হাত পড়ে। আর তার সাথে সাথে তার দেহে বিদ্যুৎ চমকে যায়। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসে। মিসেস খান ছেলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

- “কি রে বাবা..... অসময়ে শুয়ে আছিস? শরীর খারাপ নাকি?”  
- “না..... মা.....”  
- “তোর এটার এই অবস্থা কেন? দেখি তোর প্যান্ট খোল.....”  
- “না..... মানে মা.....”  
- “আর মানে মানে করতে হবে না। প্যান্ট খুলতে বলেছি খোল। ভয় পাচ্ছিস কেন.....? আমি তো তোর মা..... মার কাছে ভয় কিসের বোকা ছেলে?”

মায়ের সাহস পেয়ে রাতুল প্যান্ট খুলতে লাগল। সাথে সাথে তার বাড়ীখানা উন্মুক্ত হল। মিসেস খান বাড়ীটা হাতের মুঠোয় নিলেন।

- “কি রে রাতুল.....? তোর এটা যে এত বড় হয়েছে তা আগে বলিস নি কেন? বড় হলে এটার যত্ন নিতে হয়.....”

কথা শেষ করে মিসেস খান ছেলের বাড়ী চুষতে লাগলেন। রাতুল আরামে ছটফট করতে লাগল। মিসেস খান তার গায়ের সব জামাকাপড় খুলে ফেললেন। নিজেই নিজের দুধ টিপতে লাগলেন।

- “নে বাবা..... তোর মায়ের দুধ টিপতে থাক..... চুষতে থাক.....”

রাতুল তার মায়ের দুধ টিপতে লাগল, চুষতে লাগল। মিসেস খান সুখের সন্তোষে ভাসতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পরে দুধ থেকে রাতুলের মুখ সরিয়ে দিলেন।

- “নে..... তোর ওটা আমার গুদে ঢোকা.....”

রাতুল ভাবাচাচাকা খেয়ে গেল। সে কিভাবে ঢোকাবে। সে এককাল দেখেছে মাত্র। কিন্তু কখনও করেনি। কিভাবে ঢোকাতে হয় তা সে জানে না।

- “কিভাবে ঢোকাব মা.....?”

- “বোকা ছেলে কোথাকার..... তোর বাড়ী আমার গুদে ঢুকিয়ে একটা চাপ দে। তাহলেই ঢুক যাবে। তারপর আস্তে আস্তে উপর নিচ করতে থাক।”

রাতুল মায়ের কথামত কাজ করতে লাগল। প্রথমে তার বাড়ী গুদে সেট করল। তারপর দিল এক ঠাপ। সাথে সাথে মিসেস খান শিউরে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এককাল কত বাড়ীই না তার গুদে ঢুকেছে। কিন্তু তার ছেলের বাড়ীর মত রাড়া আর ঢুকেনি। এর স্বাদই অন্যরকম। তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কঁকিয়ে উঠলেন।

- “উহুহু..... আহুহু..... ওহুহু..... কি সুখ দিচ্ছিস রে বাবা..... চোদ বাবা চোদ..... ভাল করে চোদ.....”

মিসেস খানও তল ঠাপ দিতে লাগলেন। ছেলের বাড়ী গুদে পেয়ে অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে তার গুদের রস বের হওয়ার সময় হলো।

- “আমার বের হল রে..... আহুহু..... ওহুহু.....”

মিসেস খান কঁাকাতে কঁাকাতে গুদের রস খসিয়ে দিলেন। রাতুলেরও জীবনের প্রথম চোদন ছিল। তাই সেও দশমিনিটের মধ্যেই ফ্যাদা ঢেলে দিল। ফ্যাদা ঢালার পর বুঝতে পারল মায়ের

চুদোচুদি দেখার পর কেন ওরকম লাগে। মিসেস খান টের পেলেন রাতুলের তার গুদের আশেপাশে ঘুরছে। তিনি রাতুলকে উঠতে বললেন।

- “কিরে রাতুল ওঠ..... আবার চুদবি নাকি.....? এখন আর চোদাতে পারব না বাবা..... শরীর ব্যথা করছে..... কালকে আবার.....”

মায়ের কথা শুনে আবার সম্বিত ফিরে পায় রাতুল। হাসতে হাসতে মার উপর থেকে সরে আসে। মা তাকে একটা দীর্ঘ চুম খায়। তারপর বাথরুমে চলে যায়।

সে আবার ভাবতে থাকে তার পুরোদিনের কথা। যেভাবে সে নষ্ট হয়েছিল। যেভাবে সে নষ্টছেলে হয়ে গেছে। সে রোমন্থন করতে থাকে নষ্ট ছেলের নষ্ট কথা।

একবার মিসেস খান ছেলের চোদন খাওয়ার পর শুয়ে আছে। রাতুল তার পিছনে শুয়ে তার পিঠে হাত বুলাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে হতে রাতুল গাড়ের একটা দাবনা ফাক করে ধরলো। ছোট গোল ফুটোটা দেখে ভাবলো, আহাঃ এই গাড়ে বাড়া ঢুকে কতোই না মজা পাবে। মিসেস খানকে গাড়ের কথা বলতেই উনি তাড়াতাড়ি শোয়া থেকে উঠে বসলেন।

- “এই না..... খবরদার রাতুল..... এই কাজ ভুলেও করবি না.....”

- “কেন মা..... একবার.....”

- “না বাবা..... আমি কখনও গাড়ে বাড়া নেইনি। তাছাড়া তোর বাড়া যা মোটা, আমার খবর হয়ে যাবে..... গাড় ফেটে যাবে.....”

- “কিছু হবে না মা..... আমি আস্তে আস্তে ঢুকাবো..... মা প্লিজ.....”

মিসেস খান ছেলেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাতুল কোন কথা শুনলো না। বরং বাড়ায় চপচপ করে ভেসলিন মাখাতে লাগলো। মিসেস খান আর কথা বাড়ালেন না। জানান ছেলে একবার যখন জেদ ধরেছে, গাড়ে বাড়া ঢুকে তবেই ছাড়বে। তিনি ভাবতে লাগলেন, এমন বিশাল বাড়া কিভাবে গাড়ে নিবেন। কোন ভঙ্গিতে ঢুকলে ব্যথা কম লাগবে।

মিসেস খান পেটের নিচে দুইটা বালিস রেখে উপুড় হলেন। রাতুলকে বললেন পিছন থেকে বাড়া ঢুকতে। রাতুল মিসেস খানের গাড় ফাক করে ফুটোয় ভেসলিন মাখালো। তারপর মায়ের উপরে শুয়ে গাড়ে বাড়া সেট করলো।

- “মা..... গাড় নরম করে রাখো.....”

- “পেরেছি বাবা..... তুই আস্তে আস্তে ঢুকা..... তাড়াহুড়া করিস না.....”

- “ভয় পেওনা..... তোমার গাড়ের কোন ক্ষতি করবো না.....”

রাতুল একটা ধাক্কা দিয়ে বাড়ার মুন্ডি গাড়ে ঢুকিয়ে দিলো। মিসেস খান উহ্ আহ্ করে কঁকিয়ে উঠলেন। রাতুল আরেকটা ধাক্কা মারলো। বাড়ার কিছু অংশ গাড়ে ঢুকলো। মিসেস খান আবার কঁকিয়ে উঠলেন।

- আহ্হ্..... আহ্হ্হ্..... রাতুল..... লাগছে বাবা.....”
- “আমার সোনা মা..... একটু সহ্য করে থাকো.....”
- “আস্তে কর..... বেশি ব্যথা দিস্ না.....”

রাতুল লম্বা লম্বা ঠাপ মারতে লাগলো। একটু একটু করে বাড়ি গাড়ে ঢুকতে লাগলো। ব্যথায় মিসেস খান বালিসে মুখ রেখে ফোপাচ্ছেন। রাতুল এবার ঠাপের গতি বাড়িয়ে দিলো। মিসেস খান টিকতে না পেরে চেচিয়ে উঠলেন।

- “বাবা..... ছেড়ে দে..... আজকে আর নিতে পারবো না.....”
- “হয়ে গেছে মা..... আরেকটু.....”
- “না..... ইস্‌স্‌স্‌..... মা গো..... খুব কষ্ট হচ্ছে রে..... ছেড়ে দে বাবা..... গাড়ি চুদতে হবে না..... মরে গেলাম.....”

রাতুল ভাবলো দেরি করলে মা বোধহয় চুদতে দিবে না। তাই সে সব শক্তি এক করে মারলো এক রামঠাপ। খ্যাচ্ করে অর্ধেকের বেশি বাড়ি টাইট গাড়ে আমূল গেথে গেলো। মিসেস খান তীব্রভাবে ছটফট করে উঠলেন।

- “ও মা গো..... মরে গেলাম গো..... গাড়ি ফেটে গেলো গো..... গাড়ে আগুন লেগেছে গো..... কি হবে গো.....”

রাতুল আরেক ঠাপে পুরো বাড়ি গাড়ে ঢুকিয়ে দিলো। এই ধাক্কা মিসেস খান সহ্য করতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে তিনি নিখর হয়ে গেলেন। রাতুল মায়ের দিক থেকে বাধা না পেয়ে রামঠাপে টাইট গাড়ি চুদতে লাগলো।

গাড়ি চুদে রাতুল অনেক মজা পাচ্ছে। গুদের চেয়ে গাড়ি অনেক বেশি টাইট। পুরো বাড়টিকে আষ্টেপৃষ্ঠে কামড়ে ধরেছে। বাড়ের বেগে কোমর ওঠানামা করছে। চড়চড় করে বাড়ি গাড়ে ঢুকছে আর বের হচ্ছে।

প্রায় ১০/১২ মিনিট চোদার পর রাতুল মায়ের গাড়ে ফ্যাদা ঢেলে দিলো। এবার তার হুশ হলো মা এখনও অজ্ঞান। গাড়ি থেকে বাড়ি বের করে দেখে রক্তে বাড়ি মাখামাখিম হয়ে আছে। মায়ের গাড়ি ফাক করে দেখে রক্ত। তারমানে মায়ের গাড়ি সে ফাটিয়ে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি চোখেমোখে পানির ছিটা দিয়ে মায়ের জ্ঞান ফেরালো।

জ্ঞান ফেরার পর মিসেস খান প্রথমে বুঝতে পারলেন না কোথায় আছেন। গাড়ে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করার পর তার সব মনে পড়লো। ছেলে তার গাড় ফাটিয়ে ফেলেছে। তবে তিনি ছেলেকে কোন ধমক দিলেন না। ছেলের প্রতি তার কোন রাগও নেই। যে ছেলে তাকে এতো সুখ দেয়, তার সুখের জন্য না হয় একটু কষ্ট ভোগ করলেন।

কল্পনার জগৎ থেকে রাতুল বাস্তবে ফিরে এলো। হঠাৎ করেই মাকে মনে পড়লো। কোথায় তার সেক্সি মা।

- “মা..... ও মা..... তুমি কোথায়.....? মা.....?”

- “কি রে বাবা.....? কি হয়েছে.....?”

- “কি করছো.....?”

- “রান্না করছি..... আর কি করব..... কাল রাতে তো কম ধকল যায়নি।

মোট কয়বার আমাকে চুদেছিস মনে আছে? এখন তো কিছু খাওয়া দরকার নাকি? নইলে শরীরে কিছু থাকবে.....?”

- “এখন রান্না করার দরকার নেই। পরে করলেও চলবে। চলো..... তোমাকে একবার চুদে নিই। আমি আর টিকতে পারছি না। বাড়া সেই কখন থেকে ঠাটিয়ে আছে.....”

- “সারারাত চুদে আবার এখনই চোদার জন্য বাড়া খাড়া করে বসে আছিস। আরে বাবা..... আমার জন্য না হোক তো তাগড়া বাড়ার জন্য তো কিছু খাওয়া দরকার। নইলে আমায় প্রতিরাতে কিভাবে সুখ দিবি বল তো বাবা..... তোকে যদি ভালমত না খাওয়াই তবে তো তুই দুর্বল হয়ে যাবি। আর দুর্বল হয়ে গেলে আমাকে সামলাবি কি করে বল। তারচেয়ে তুই এখন গরম দুধ আর ডিম খেয়ে নে। আমি রান্না শেষ করে তোর কাছে আসছি আয়েশ করে চোদন খাবার জন্য.....”

- “প্লিজ মা..... একবার.....”

- “না বাবা..... এখন গুদে বাড়া নিতে পারবো না.....”

- “ঠিক আছে..... তাহলে তোমার গাড় চুদি.....”

- “পরে চোদ.....”

- “প্লিজ মা..... প্লিজ..... প্লিজ.....”

- “আছে বাবা আচ্ছা..... তবে শুদু গাড় চুদবি..... এখন গুদের দিকে একদম নজর দিবি না.....”

- “ঠিক আছে.....”

মিসেস খান রান্নাঘর থেকে রুমে এলেন। আসলে তিনি ছেলেকে চোদার ব্যাপারে কখনও নিষেধ করতে পারেন না। রুমে ঢুকে দেখেন রাতুল বাড়ায় ভেসলিন মাখিয়ে তৈরি হয়ে

আছে। মিসেস খান চুপচাপ বিছানায় উঠে কুকুরের মতো হামাগুড়ি দিলেন। রাতুল তার নাইটি কোমরের উপরে তুলে এক ধাক্কায় গাড়ে বাড়া ঢুকিয়ে দিলো।

রাতুল মনের সুখে থপথপ করে মিসেস খানের গাড় চুদছে। মিসেস খান চুপ করে আছেন। গাড়ে অল্প অল্প ব্যথা করছে। প্রতিবার গাড়ে এমন ব্যথা করে। ছেলেকে আনন্দ দেয়ার জন্য তিনি গাড় দিয়ে বাড়া চেপে ধরছেন। ছেলে শিৎকার করতে গাড়ে ঠাপ মারছে।

- “উফ্‌ফ্‌ফ্‌..... মা..... কি সুন্দর ডবকা গাড় তোমার.....”

- “মজা পাচ্ছিস তো বাবা.....”

- “মজা মানে..... দারুন মজা পাচ্ছি..... এতো চোদার পরেও তোমার গাড় এখনও কতো টাইট..... মনে হচ্ছে যুবতী মেয়ের আচোদা গাড় চুদছি..... গাড়ের ভিতরটা এতো গরম যে বাড়া পুড়িয়ে ফেলছে.....”

- “তুই মজা পেলেই আমি খুশি.....”

- “মা গো..... ও মা..... বের হবে..... বের হবে..... আহ্‌হ্‌হ্‌..... আহ্‌হ্‌হ্‌..... ইস্‌স্‌স্‌..... মা..... উফ্‌ফ্‌ফ্‌..... মা..... ধরো মা..... ধরো..... বের হয়ে গেলো..... মাগো..... ফ্যাদা..... বের হলো.....”

রাতুল কৌঁকাতে কৌঁকাতে মায়ের গাড়ে ফ্যাদা ঢেলে দিলো। মিসেস খান টের পাচ্ছেন ছেলের গরম থকথকে ফ্যাদাগুলো তার গাড়ের অভ্যন্তরে চিরিক চিরিক করে আছড়ে পড়ছে।

রাতুল বাড়া বের করার পর মিসেস খান একটা টিস্যু পেপার গাড়ের ফুটোয় চেপে ধরলেন। একটু পর সব ফ্যাদা গাড় থেকে বের হয়ে টিস্যু পেপারে পড়তে লাগলো। আরেকটা টিস্যু পেপার দিয়ে মিসেস খান গাড় মুছলেন। তারপর নাইটি ঠিক করে রান্নাঘরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে রাতুল তার ঠোঁটে একটা চুমু খেলো।

- “তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করো..... আমার আর দেরি সইছে না.....”

- “কি রে রাতুল..... তোর হয়েছে কি..... এই মাত্রই তো গাড় চুদলি..... আবার চোদার জন্য ছটফট করছিস..... তুই তো আমাকে মেরে ফেলবি বাবা..... একটু ধীরে সুস্থে চোদ.....”

- “উফ্‌ফ্‌ফ্‌ মা..... তুমি তো জানো সকালে তোমার গুদে ফ্যাদা না ঢেলে আমি কখনও কলেজে যাই না। আমি এখন কলেজের পড়া পড়তে থাকি, তুমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আসো.....”

- “ঠিক আছে বাবা..... ঠিক আছে..... তাড়াতাড়ি আসবো..... এখন আমাকে ছাড়.....”

মিসেস খান হাসতে হাসতে চলে গেলেন। রাতুল তার পড়ার টেবিলে বসল। পড়ার চেষ্টা করল কিঃ পড়ায় মন বসছে না। কখন মা আসবে আর কখন মাকে চুদতে পারবে এই চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক করছে। সে দিনে তার মাকে কম করে হলেও ৪/৫ বার চুদে। কোন কোন দিন সেটা দশকের ঘরে গিয়ে ঠেকে। সেই সাথে ২/৩ বার গাড় চোদা তো আছেই।

রাতুল ভাবছে, মা ছাড়া তার দুনিয়ায় আর কেউ নাই। তাই সে মাকে অসম্ভব ভালবাসে, মাকে এত আদর করে। মা ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কোন মেয়ের সাথে চোদাচুদি করেনি। তার কলেজে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে। সে চাইলেই তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে চুদতে পারে। কিন্তু সে তা কখনও করবে না। তার জগতে শুধুই তার মা, অন্য কেউ না। তাকে সন্তানের সাথে সাথে বাবার দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে একই সাথে তার মায়ের ছেলে আবার স্বামী।

এসব কথা ভাবতেই রাতুলের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাবতে ভাবতে সে একসময় টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরে। আধঘন্টা পর মিসেস খান ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দেখলেন তার ছেলে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। দেখে তার মায়া লেগে গেল। কেমন অসহায়ের মত ঘুমাচ্ছে। তাকে সুখ দিতে গিয়ে ছেলেটাকে তো আর কম পরিশ্রম করতে হয়না। প্রতি রাতে তিনি ছেলের কাছে চোদন খান। যতটা না তার পরিশ্রম তারচেয়ে তার ছেলের পরিশ্রম অনেক বেশি। তিনি তো শুধু গুদ কেলিয়ে শুয়ে থাকেন। যা পরিশ্রম করার তার ছেলেকেই করতে হয়।

রাতুলে কথা ভেবে মিসেস খানের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তিনি গিয়ে তার ছেলের কাছে হাত রাখলেন। সাথে সাথে রাতুলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাকে দেখে সারামুখে হাসি ছড়িয়ে দিলো।

- “এসেছ মা..... তোমার অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চল..... তাড়াতাড়ি চল.....”

- “ছেলের তর আর সইছেনা দেখছি। চল..... বিছানায় চল..... দেখি আমাকে কেমন চুদতে পারিস.....”

রাতুল মায়ের দুধ টিপতে টিপতে মাকে নিয়ে বিছানায় চলে এল। মিসেস খান একে একে তার শরীরের সব কাপড় খুলে নেইটা হলেন। রাতুলকেও নেইটা করে দিলেন। তারপর রাতুল ঠোটে নিজের ঠোট ঢুকিয়ে দিয়ে চুষতে লাগলেন। ওদিকে রাতুলও সমান তালে তার মায়ের দুধ আর পাছা টিপতে লাগল।

আর মিসেস খান তার ছেলের বাড়া খেচতে লাগলেন। খানিক পড়ে রাতুল তার ঠোট তার মায়ের ঠোট থেকে সরিয়ে দুধ চুষতে লাগল। মিসেস খানের শরীর গরম হতে শুরু করেছে। উত্তেজনায় তিনি সিঁটিয়ে উঠলেন।

- “উহুহুহু..... আহুহুহুহু..... তাড়াতাড়ি কর বাবা.....”

মিসেস খান জোরে জোরে তার ছেলের বাড়া খেচতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, তার মত এমন সৌভাগ্যবতী কি আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ আছে যে কিনা তার নিজের পেটের ছেলের দ্বারা নিয়মিত চোদন খেয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করে। তিনি যতবার তার ছেলের বাড়ার নিচে তার গুদ কেলিয়ে দেন ততবার তিনি ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানান, এত ভাগ্যবতী করে তাকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য।

ছোটবেলা থেকে যখন মিসেস খান দেখেছেন তার বড় ভাই নিয়মিত তার মাকে নিয়মিত চুদত তখন থেকেই তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন যে, তিনিও তার নিজের পেটের ছেলের চোদন খাবেন। তাই যখন রাতুল এই পৃথিবীতে আসে তখন তার থেকে বেশি খুশি কেউই হয়নি। তিনি তখন দুহাত তুলে বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তাকে ছেলে সন্তান দেয়ার জন্য।

ছেলেকে চোদার জন্য পরিপক্বভাবে গড়ে তুলতে তার অল্প বয়স থেকেই তাকে ভাল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতেন। ছেলে যাতে চোদাচুদি সম্পর্কে বুঝতে পারে তাই ছেলের অল্পবয়স থেকেই ছেলের সামনেই অন্যের সাথে চোদাচুদি করতেন। তার স্বপ্ন আজ স্বার্থক হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে। বলা যায় একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে। তিনি কখনও ভাবেননি ছেলের মাত্র বার বছর বয়স থেকেই ছেলের কাছে নিয়মিত চোদন খাবেন। সবই বিধাতার লীলাখেলা। এর মধ্যে রাতুল কঁকিয়ে উঠলো।

- “ওহুহুহু মা..... আর কত খেচবে..... ফ্যাদা বের হয়ে যাবে তো..... এবার ছাড়ো.....”

ছেলের কথায় চমকে উঠে মিসেস খান। ভাবনার রাজ্য থেকে বেড়িয়ে আসেন তিনি। ছেলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন।

- “বের হলে হোক না..... আমি চুষে আবার তোর বাড়া খাড়া করিয়ে দিব। ভয় কি আমি আছি না। সব ফ্যাদা যদি গুদেই ঢালিস তবে আমার মুখে ঢালবি কি?”

- “তোমার কি হয়েছে..... বল তো মা..... তুমি তো সবসময় বলতে আমার সব ফ্যাদা তুমি তোমার গুদে নিবে। অন্য কোথাও অপচয় হতে দিবে না। যখন বাড়া চুষতে তখন

সাবধান করে দিতে যাতে আমি তোমার মুখে ফ্যাদা না ফেলি। আজ সেই তুমি বলছ তোমার মুখে মাল ঢালতে। স্ট্রেঞ্জ.....!!!”

- “কিছুই স্ট্রেঞ্জ না..... গুদে না ঢেলে মুখে ঢালবি..... এতে কি ফ্যাদা অপচয় হবে.....?”

- “ঠিক আছে মা..... নাও..... আমার বাড়া চুষতে শুরু করো।”

মিসেস খান হাটু গেড়ে বসে নিজের ছেলের বাড়া মুখে পুরে নিলেন। তারপর সমানে চুষতে লাগলেন। ওদিকে রাতুলও তার মায়ের গুদ চুষতে লাগল। চুক চুক শব্দ হতে লাগল সারা ঘরে। এভাবে মিনিট দশেক চোষার পর মিসেস খান তার ছেলের মুখে গুদের রস ছেড়ে দিলেন। তার খানিক পরেই রাতুলও তার মায়ের মুখে গরম সাদা থকথকে ফ্যাদা ঢেলে দিল। মিসেস খান তা আয়েস করে চেটেপুটে খেলেন।

দুজনে দুজনার নিঃসৃত রস চেটেপুটে খেয়ে বিছানায় শুয়ে রইলো। পুরো ঘর স্তব্ধ, নিঃশব্দ। কেউ কোন কথা বলছে না। শুধ ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ ঘরময়। ছেলের বাড়া নাড়াতে নাড়াতে মৌনতা ভঙ্গ করলেন মিসেস খান নিজেই।

- “কি বাবা..... গুদে বাড়া ঢুকাবি না.....?”

- “হ্যা মা..... ঢুকাবো.....”

- “তাহলে দেরি করছিস কেন.....?”

- “এই তো ঢুকাছি..... বাড়াটা আরেকটু শক্ত হোক..... আচ্ছা মা.....

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?”

- “কি কথা বল.....?”

- “রাগ করবে না তো.....?”

- “না বাবা..... তোর উপর আমি রাগ করতে পারি?”

- “প্রশ্নটা অনেকদিন থেকে করব করব ভাবছিলাম। কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি। সুযোগ পাইনি বলে।”

- “তা বেশ তো..... বল না কি বলবি.....?”

- “আচ্ছা মা..... তুমি প্রথম কবে কার কাছে চোদন খেয়েছিলে?”

- “কেন রে.....? এসব জেনে তুই কি করবি?”

- “এমনিই..... আমার এই ডবকা সেক্সি মাকে প্রথম কে চুদলো..... কার বাড়ার আঘাতে আমার রসালো মায়ের গুদের পর্দা ছিড়লো..... তা জানার অধিকার কি আমার নেই?”

- “আমি কি তা বলেছি নাকি? তোর জানার অধিকার থাকবে না তো কার থাকবে। আমার চোদন কাহিনী তুই জানবি না তাকি হয়। আমারই অবশ্য তোকে বলা

উচিত ছিল, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাই আজ যখন জানতে চাইছি তখন বলছি, আমাকে প্রথম চোদে তোর আনিস মামা। বিদ্যুতের বাপ.....”

- “কিভাবে চুদলো..... বলো না মা.....?”

- “আমার বয়স তখন আঠার বছর..... তোর আনিস মামার ষোল..... তুই তো জানিস আমরা মোট আট ভাই বোন। পাঁচ ভাই তিন বোন। সবার বড় তোর জায়েদ মামা, তারপর তোর মেজ মামা জাকির, তারপর তোর বড়খালা মিনু, তারপর তোর সেজ মামা জাফর, এরপর আমি, আমার পর তোর আনিস মামা, আনিসের পর তোর ছোটখালা বিনুক, সবশেষে তোর ছোট মামা কায়েস।

- “উফফ্..... মা..... আসল ঘটনা বলো.....”

- “আচ্ছা শোন..... যখন তোর আনিস মামা আমাকে চোদে তখন বড়দার বয়স ৩৫ বিয়ে করেছে ৬ বছর হল। দুই ছেলে দ্বিপন আর তিপন যথাক্রমে ৫ আর ১ বছরের। শিপন তখনও হয়নি। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে দেখেছি আমাদের পরিবারে কখনও কোন কিছুতে বাধা বা নিষেধ ছিল না। তোর নানা আমাদেরকে বলেছিলেন যার যার সাথে ইচ্ছা হয় চোদাচুদি কর, কিন্তু সব পরিবারের মধ্যে। বাইরে গিয়ে নয়। তাই বড়দা আর মেজদা তাদের বিয়ের আগ পর্যন্ত মাকে মানে তোর নানীকে চুদতো, তাও তোর নানার সামনেই। তোর নানা, মানে আমার বাবার কিছু সমস্যা ছিল। বয়সের সাথে সাথে তার সেক্স কমে যায়। তাছাড়া তার কঠিন এক অসুখ হয়ে ছিল। ঠিকমত চুদতে পারত না। ওদিকে মা ছিল অত্যন্ত কামুকী। ফলে মায়ের সাথে যখন বাবা চোদাচুদি করত কখনও মাকে শান্ত করতে পারত না। তাই তিনি অনেক ভেবে নিজেই মুক্তভাবে চোদাচুদির ঘোষণা দিয়ে দেন। যাতে কোন কেলেঙ্কারী না ঘটে। নিজের বউ অন্য কারো সাথে চোদাচুদি করার চেয়ে নিজের ছেলের সাথে চুদোচুদি করুক তাই ভাল। যাই ঘটুক না কেন চার দেয়লের মধ্যে ঘটবে। লোক জানাজানির ভয় ছিল না। এসব ঘটনা আমি জানতাম না। বাবা মারা যাবার আগে আমাদের সব জানিয়ে যান। তখন আমি অনেক ছোট। যাই হোক বড়দা আর মেজদার যতদিন না বিয়ে হয় ততদিন মাকে চুদত। বিয়ের পরেও চুদত তবে মাঝে মাঝে। তাই তখন বড়দা আর মেজদার জায়গা নেয় সেজদা। প্রতি রাতে মা আর সেজদা নিয়মিত চুদোচুদি করত। তা দেখে দেখে আমি গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেচতাম। একদিন আনিস এসে বলল বুবু তুই কত আর নিজের গুদে আঙ্গুল করে গুদের জল খসাবি আর আমি কত খেচে খেচে নিজের ফ্যাদা নষ্ট করব। তারচেয়ে বরং চল দুজনে চোদাচুদি করি। আমি তখনও জানতাম না যে আনিসও সেজদা আর মায়ের চুদোচুদি দেখে নিজের ফ্যাদা ফেলে। তাই ওর কথা শুনে হাসতে লাগলাম আর বললাম তাই নাকি? ডনহের বুবুকে চোদার সখ। উত্তরে ও বলল, হবেনা কেন? সেজদা মা'কে চুদছে, বড়দা, মেজদা তাদের বউদের চুদছে, তবে আমি কেন তোকে চুদতে পারব না? বলে আমার মাই দুটো টিপতে লাগল। আমিও ওর বাড়াটা হাতে নিয়ে খেচতে লাগলাম।

তারপর চুষতে লাগলাম। তোর মামাও আমার গুদে আংলি করতে লাগল আর চুষতে লাগল। আমি জীবনে প্রথম কোন বাড়া চুষছি। এভাবেই আমার জোবনে চোদাচুদি শুরু হলো.....”

- “প্রথমবার চোদন খেয়ে তোমার কেমন লেগেছি?”

- “আনিসের বাড়া তোরটার মত এত বড় না হলেও ভীষন মোটা ছিল। তাই ও যখন প্রথম আমার গুদে বাড়া ঢুকায় তখন পর্দা ছেড়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রথম চোদন খেয়েছিলাম তোর আনিস মামার কাছ থেকে। উফ! সেকি চোদন ছিল। চোদন খেয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছিলাম সেদিন। আনিস চুদে আমাকে প্রায় অজ্ঞানের মতো করে ফেলেছিলো। প্রথমবার ব্যথা ছাড়া কিছু পাইনি। ও প্রায় ১০ মিনিটের মতো চুদে আমার গুদে ফ্যাদা ঢেলেছিলো। দ্বিতীয়বার আনিস যখন আমাকে চুদলে চাইলো, আমি দেইনি। ও এক প্রকার জোর করে আমার গুদে বাড়া ঢুকিয়েছিলো। সেবারও গুদ থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছিলো। এরপর আনিস ৪ দিন ধরে আমাকে উপর্যুপরি চুদে গুদ ফাক করে দিয়েছিলো। তখন থেকে চোদনের মজা পেতে শুরু করলাম। এমনও দিন গেছে, সারাদিনে আনিস আমার গুদে ১২/১৩ বার ফ্যাদা ঢালতো। আমিও পাল্লা দিয়ে ১০/১২ বার গুদের রস খসাতাম। তোর নানীও জানত আমাদের চুদোচুদির কথা। একদিন তোর নানী আনিসকে দিয়ে চোদালো। সেদিন আমি চোদন খেলাম তোর সেজ মামার কাছে। তারপর একে একে তোর বড় মামা, মেজ মামা আমাকে চুদলো। এভাবে আমি আমার চোদনের ক্যারিয়ার শুরু করি।”

মায়ের মুখে চোদন কাহিনী শুনতে শুনতে আর মায়ের দুধ চুষতে চুষতে রাতুলের বাড়া আবার খাড়া হয়ে গেল। মিসেস খান তা দেখতে পেলেন। তিনি নিজেও নিজের পুরোনো চোদনস্মৃতি মনে করে খানিক গরম হয়ে গেছেন। তাই হাত বাড়িয়ে ছেলের বাড়া খেচতে খেচতে ছেলের দিকে তাকালেন।

- “কি রে..... এবার ঢুকাবি নাকি?”

রাতুল মায়ের দুধ চুষতে চুষতে মায়ের কথায় মাথা নেড়ে সাই দেয়। ছেলের সাই পেয়ে বাড়ানো মুখে ঢুকিয়ে চুষতে শুরু করে মিসেস খান। ওদিকে ছেলে মাই ছেড়ে গুদ চুষতে শুরু করেছে চুক চুক করে। মিসেস খান সুখের ভেলায় ভাসতে ভাসতে নিজের ছেলের বাড়ি চুষতে লাগলেন। ঘরময় চুক চুক চক চক যেন ছন্দময় কোন সঙ্গীত। রাতুল এক হাতে মাই আর অন্য হাতে গুদ খেঁচতে লাগল। মিসেস খান খানিফ্রন পর গুদ কেলিয়ে দিলেন।

- “নে বাবা..... এবার ঢুকা.....”

রাতুল সাথে সাথে মায়ের উপর চড়ে গুদে বাড়ি ঢুকিয়ে চুদতে লাগল। ক্রমাগত রাতুল ঠাপিয়ে চলছে নিজের গর্ভধারিনী মাকে। মাও সুখের চোটে নিজের ছেলেকে তলঠাপ দিয়ে চলছে। এবার ঘরময় পচ পচ পুকাচ পুকাচ পুচ পুচ ছন্দে সঙ্গীত চলছে। বিরামহীন ঠাপ দিয়ে চলেছে রাতুল।

মিনিট পাচেক ঠাপিয়ে রাতুল পল্টি দিয়ে নিচে চলে গেল আর তার মা উপরে উঠে গেল। এবার রাতুল নিচ থেকে দিতে লাগল তলঠাপ। ছেলের ঠাপের চোটে মিসেস খানের মাই দুটো ক্রমাগত দুলছে। রাতুল হাত বড়িয়ে মায়ের মাই দুটো ধরল। তারপর মুখের কাছে নিয়ে চুষতে লাগল। মিসেস খান শিৎকার করতে লাগলেন।

- “আহহহ..... আহহহ..... উহহহ..... ওহহহ..... দে বাবা..... মাকে ভাল করে চুদে সুখ দে..... মায়ের দুধ চোষ বাবা..... আহহহহ..... উহহহহ..... আরও জোরে চোদ বাবা..... মায়ের গুদ ফাটিয়ে ফেল.....”

আরও মিনিট পাচেক পরে রাতুল আবার পলি দিয়ে মায়ের উপরে চড়ে ঠাপ দিতে লাগল। এভাবে চলতে লাগল আর মিনিট পাচেক। তারপর মিসেস খান ঠাপ খেতে খেতে কঁকিয়ে উঠলেন।

- “আমার বের হবে রে বাবা..... আমার গুদের রস বের হবে..... নে ধর বাবা ধর.....”

মিসেস খান কলকল করে গুদের রস ছেড়ে দিলেন। আর সাথে সাথে গুদের পেশী দিয়ে নিজের ছেলের বাড়া কামড়ে ধরলেন। রাতুলও তার মায়ের গুদে ফ্যাদা ঢালতে করলো।

- “মা গো..... তোমার গুদে আমার ফ্যাদা নাও মা..... এই নাও.....”

রাতুল মায়ের গুদে নিজের বাড়া ঠেস দিয়ে সব ফ্যাদা ঢেলে দিল। একটু আগে ফ্যাদা ঢেলেও আবার এতটা ফ্যাদা ঢালা যায় তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। নিজের সব ফ্যাদা মায়ের গুদে ঢেলে নিঃশেষ হয়ে মায়ের গুদে বাড়া রেখেই গুয়ে পড়ল। শেষ হলো মা ছেলের আরেক নিষিদ্ধ অবৈধ চোদাচুদি।

--- সমাপ্ত ---